গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)

হুগলী জেলা কমিটি

কৃষিজমি 'অধিগ্রহনে'র পর সিঙ্গুরের দোবাদী গ্রাম ঃ একটি অনুসন্ধান রিপোর্ট

১ জুন ২০০৭

বাংলা নববর্ষের শুভ দিনে সিঙ্গুর মহল্লার দোবাদী গ্রামে অনুসন্ধান কাজে হাজির হয়ে আমরা যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি, তারই আংশিক বিবরণ প্রাথমিক রিপোর্টি আকারে তুলে ধরেছি। আমাদের সংগঠন সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনকে অধিকার আন্দোলনের অংশ হিসাবে দেখেছে। তাই প্রথম থেকেই কৌতুহলী আগ্রহে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নতুন ও শক্তিশালী বিকাশের তাৎপর্য্য নানা দৃষ্টিকোন থেকে সম্যক বুঝতে সচেষ্ট থেকেছে।

দোবাদী গ্রামের মানুষদের মধ্যে অনুসন্ধান কাজ চালাতে এসে যে অনন্য উপলব্ধির প্রান্তে হাজির হয়েছি তার সবটা ফুটিয়ে তোলা বহু সময় ও গভীর তত্ত্ব তালাসের উপান্তেই সম্ভব। অনন্যোপায় হয়েই আমাদের শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে বিষয়টি উপস্থাপিত করতে হচ্ছে।

কামারকুণ্ডু রেলগেট থেকে উত্তরমুখী পাকা সড়ক বেয়ে বেরাবেরি বাজার ছাড়িয়ে জয়মোল্লার দিকে যেতে অল্প সময় পড়েই আলপথ ধরে প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে গ্রামটি অবস্থিত।

সিঙ্গুরে বহু ফসলী জমির বুক চিরে আল / বাঁধ সাধারণ যানোপযোগী অবশ্যই। বর্ত্তমানে, বলাই বাহুল্য, টাটা কারখানার নাম করে যে প্রকাণ্ড পাঁচিল গোটা সিঙ্গুর অঞ্চলকে ভিন্ন মাত্রা সংযুক্ত করেছে, সেই পাঁচিলের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এই গ্রামটি। জুলকিয়া নদীর দুটি বাঁধ থেকে সম্ভবত 'দোবাদী' নামটির উৎপত্তি, যা গ্রামেরই লাগোয়া।

পূর্ব পশ্চিমে আলের দুধারে বিস্তৃত গ্রামটিতে আমাদের অনুসন্ধানের প্রথমিক উদ্দেশ্য ছিল ঃ-

(ক) কৃষিজমির, কৃষিকাজে ব্যবহার জোর করে বন্ধ করে দিলে 'কৃষিশ্রমিক' গোষ্ঠির অবস্থা চাক্ষুস পর্যালোচনা করা

(খ) আমাদের কাছে প্রাথমিক সংবাদ অনুসারে 'সিঙ্গুরের আমলাশোল' পরিণতি যতটা সম্ভব ঠেকানো / সুরাহা করা।

গ্রামটির দক্ষিণে প্রান্তে 'বৈশাখী মেলা' সংগঠিত হচ্ছে বহুকাল যাবত। এবছরেও তা যথারীতি ছিল। শুধু ছন্দপতন যে ঘটেছে সেটা ঠারে ঠারে বুঝিয়ে দিতেই 'পাঁচিল' তদারকিতে নিযুক্ত পুলিশ ক্যাম্পে, এমনকি তিন-চার জন মহিলা পুলিশকে দেখেই সহজে বুঝে নেওয়া যায়। গ্রামের শুরুতেই রয়েছে 'পাকা' ক্লাবঘর । সেখানে রক্ষিত সমস্ত গ্রামবাসীর পরিবার কর্তাদের একটি তালিকা কালিপূজোর বাৎসরিক আয়ের হদিস দেয়। উল্লেখ্য, এই পূজাটি একমাত্র সার্ব্বজনীন সাংস্কৃতিক কাজ এই গ্রামটির। কয়েক পা এগোলে ডান দিকে অবশ্যই নজরে পরবে একমাত্র দোতলা পাকা বাড়িটি। মালিক কানাই সরকার নিজে ক্ষেতমজুর। সন্তানেরা সোনারূপোর কাজে মুম্বাই / সুরাট অঞ্চলে নিযুক্ত বলেই সুবাসযোগ্য বাড়িটি নিজের প্রকট অস্তিত্ব জাহির করছে। এছাড়াও আরও ছয়টি ইঁটের বাড়ির সন্ধান আমরা পাই পূর্বতম প্রান্তে, ইন্দিরা আবাস যোজনার সৌজন্যে নির্মিত ঘরগুলি পারিপার্শ্বিকের সাথে বেমানান, খাপছাড়া। মূলতঃ কাঁচা এবং বর্ণশূন্য, ছিরিছাঁদহীন বাড়িগুলিতে কোনরকমে টিকে থাকা অস্তিত্বের লড়াইয়ে আগ্রহী মানুষের অভাব কিন্তু দেখিনি।

পয়লা বৈশাখে প্রাথমিক তদন্ত ও পনেরো দিন পরে পূর্ণাঙ্গ তদন্তে আমরা দশজন অনুসন্ধানকারী গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই কিছু কিছু সময় জুড়ে অনুসন্ধানের কাজ করি এবং তথ্যগুলি সন্নিবিষ্ট করি।

প্রায় নব্বইটি ঘরের সাতশ মানুষের আবাসস্থল এই গ্রামটিতে নিজস্ব জমি আছে মাত্র পাঁচজনের। সর্বোচ্চ জমির পরিমান দুই বিঘা (মালিক অবশ্য উপেন নামধারী নন-সূর্যকান্ত মৈত্রী), সর্বনিম্ন জমির পরিমান দশকাঠা (মালিক - শ্যামাপদ পাত্র ও শ্যামাপদ মৈত্রী - ভিন্ন লোক। অন্যকোন মানুষেরই জমি নেই। জনাকয়েক এর মধ্যে ভাগচাষী আছেন। বাকী সকলেই নিখাদ ক্ষেতমজুর এবং অসংগঠিত অবশ্যই।

গ্রামের কোন বাড়িতেই শৌচাগার নেই (পাকা বাড়িটি বাদ দিলে)। বিদ্যুৎ সংযোগ আছে একমাত্র পাকা বাড়িটিতে ও ইন্দিরা আবাস যোজনা ভুক্ত ছটি বাড়িতে 'লোকদীপ' ব্যবস্থা আছে। এছাড়া বিদ্যুৎ এর যোগাযোগ আছে গ্রামের ক্লাবঘরটিতে।

গ্রামে তিনটি মাত্র পানীয় জলের উপযুক্ত টিউবওয়েল দেখা গেল যার একটা মেরামতির অপেক্ষায় অব্যবহার্য হয়ে আছে। প্রথমতম কলটি প্রায় ষাট বছরেরও বেশি পুরোনো - গ্রামের বর্ষিয়ান মহিলার ভাষায় 'রাণীমার দান'।

দোবাদী গ্রামের পাশেই মুসলমান পাড়া বলে গ্রামটি কিন্তু এমন হতশ্রীযুক্ত নয়। স্থানীয় জমির মালিকের অধিকাংশের বাস ওই গ্রামে।

সমগ্র গ্রামের ধারে কাছে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র / হাসপাতাল নেই। গ্রামের মধ্যে কয়েকটি পোলিও আক্রান্ত শিশুকে দেখা গেল।

বেরাবেরির গ্রাম থেকে বাঁধের রাস্তাটি (যা গ্রামে পৌঁছোনোর একমাত্র পথ) জানা গেল পাকা হবার জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে বেশকিছুকাল। গ্রামবাসিদের অভিযোগ যে বিরোধি মতাবলম্বি হওয়ায় সেটি কাঁচা অবস্থাতেই আছে। অথচ, গ্রামটির ঠিক উত্তর সীমানায়

ঢিলছোঁড়া দূরত্বেই ছুটে চলেছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে।

. উপে(ত ও অবহেলিত মানুষগুলি প্রতিবছর বন্যার কবলে পড়েন। তখন তাঁদের ত্রানের জন্য এগিয়ে আসেন রামকৃষ(মঠ / মিশনের মানুষজন। এই ব্যবস্থা চলছে ফি বছর। কারণ গ্রামটির ঠিক লাগোয়া নদীখাত বাধা পায় এই গ্রামের ঠিকানায়। গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে পূর্ব প্রান্তে। ঐ স্কুল বাড়ির পাকা ঘরগুলি রামকৃষ(মিশনের অর্থানুকুল্যে সংগঠিত। তিনজন শি(কের তত্বাবধানে প্রায় দেড়শোর কমবেশী ওই গ্রামের ছাত্র কিছু একটা সুযোগ যে পায় তা বোঝা গেল। অথচ, অবাক করা বিষয় হল গ্রামের বয়স্ক মানুষদের মধ্যে মাত্র দু'একজনই স্বা(র বা পড়তে পারেন।

গ্রামের কয়েকজন প্রবীনতম বাসিন্দার সাথে কথা বলে জানা গেল গ্রামটির অস্তিত্ব অবশ্যই একশো বছরের মতো সময় জুড়ে আছে। গ্রাম্য হিসেবে পাঁচ পু(ষের বসবাস চলছে এখানেই। এই একটি তথ্য একটু খুঁটিয়ে দেখলে যেটা বোঝা যায় যে, কি ব্রিটিশ আমলে অথবা পরবর্তীকালে কংগ্রেস আমলে বা বর্তমান বাম আমলে — ৩০ + ৩০ + ৩০ এইভাবে হিসেব করলে দেখা যাবে গ্রামটি পত্তনের দিনে যে অবস্থায় ছিল আজও ঠিক তেমনিই আছে।

সমগ্র গ্রামের মানুষের জাতিগত পরিচয় অন্ত্যজ বলেই কিনা অথবা এখনকার সহজলভ্য 'কিছু ধার ণা' অনুসারে 'বিরোধী রাজনীতি ঘেঁষা' বলেই এমনটা হয়েছে তা আমরা এই অল্পসময়ে সমী(ায় বুঝে উঠতে পারিনি। তবে এটা অত্যন্ত প্রখর ভাবেই ফুটে উঠেছে যে (েতমজুরদের এই গ্রামটি 'বাম জমানার উন্নতির' খুদকুড়ো টুকুও জোটাতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের কেউ এমনকি নথিভুক্ত(বর্গাদারও নন । গ্রামে একটি পরিবারও বি. পি. এল তালিকাভুক্ত(বা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত((অন্ত্যোদয় অন্নযোজনা বা অন্নপূর্ণা যোজনা ইত্যাদি) নন।

অর্থনৈতিক অবস্থা

গ্রামের মানুষের সমবেত অভিযোগ ও আশঙ্কার বিষয় সম্পর্কে আমরাও একমত না হয়ে পারিনি যে তাদের সামগ্রিক ভবিষ্যত সঙ্কটময়।

জমি জোর করে টাটাদের জন্য সরকারী অধিগ্রহনের আগে পর্য্যন্ত গ্রামের প্রতিটি পরিবার সারা বৎসর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজ পেতেন। তাতে যেভাবেই হোক তাদের মোটামুটি ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয়ে যেত। একটু বেশী উদযোগী মানুষের মধ্যে চারপাঁচ জন তো এরই ফাঁকে কিছুটা জমি কিনতে সমর্থ হন, যার কথা আগে বলেছি।

কিন্তু বিগত আট নয় মাস যাবৎ এই অবস্থার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গ্যাছে। আমরা কাজ করতে করতে 'মাঠ ফেরৎ' কিছু মহিলার সা(াৎ পাই। অনুসন্ধানে জানতে পারি বর্তমানে টাটাদের জন্য পাঁচিল ঘেরার ফলে স্থানীয় ভাবে আগে যে প্রচুর কাজ (মূলতঃ পাট চাষ সংত্র(াস্ত) তা বন্ধ হয়ে পড়ায় ঐ মহিলাদের প্রায় ঘন্টাখানেকের পথ পেরিয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে পাট নিরাণীর কাজ 'জোগার' করতে হয়েছে। ওদের চোখে মুখে যে ভঙ্গি প্রকাশিত হয় তাতে স্পষ্ট যে এবছর যাহোক করে তারা ঐ কাজ পেতে সমর্থ হয়েছেন। আর আশঙ্কা করছেন আগামী বছর ঐ কাজও হয়তো তাদের জুটবেনা।

বস্তুতঃ জমি অধিগ্রহন / পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলার কারণে ঘরের লাগোয়া মাঠগুলি চাষ শূন্য হয়ে পড়েছে। এটা মোটেও গবেষণা করে প্রকাশ করবার ঘটনা নয়। সকলেই এটা বোঝেন। কিন্তু যে প্র(েটা নিয়ে অন্যেরা আদৌ ভাবিত নন — সেটা ঐ '(েতমজুর' গোষ্ঠির মানুষদের কাছে মূর্তিমান বিভীষিকার আকারে ফুটে উঠেছে। টাটা প্রকল্পের প্রথমতম আঘাতটা যে ঐসব দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে এটা বোঝার অ(মতা কোন যুক্তি(তেই মেনে নেওয়া যায় না।

গ্রামের পরিশ্রমী মানুষগুলোর শ্রমের মূল জায়গা চাষশূন্য হয়ে পড়াতে প্রতিটি শ্রমিকের বারো আনা কাজই উবে গ্যাছে।

আমাদের আশঙ্কা যে শ্রেফ কাজের অভাবে সমস্ত 'শ্রমিক পরিবার' গুলির অবস্থা এখনই যথেষ্ট সঙ্গিন হয়ে পড়েছে।

গত বছর পর্য্যন্ত 'বন্যার' সময় বা 'শুখার' সময়ে আধপেটা খেয়ে বহু পরিবারকে চলতে হত। তার মাত্রা একলাফে বহুগুণ বেড়ে যেতে বাধ্য।

গ্রামের মানুষের মধ্যে সঞ্চয় সম্পর্কিত কোন ধারণাই নেই। ওটা আশা করাও বাতুলতা মাত্র।

এই পরিস্থিতিতেও ল(্যণীয় বিষয় যেটা চোখে পড়েছে তা হল, গ্রামের মানুষ ন্যূনতম একশো দিনের কাজের প্রসঙ্গে পঞ্চায়েতে খোঁজ নিতে যান উদ্যোগী হয়ে। অথচ, পঞ্চায়েত কোন আ(্বাসবাণী দিতে পারেনি এ বিষয়ে। স্বভাবতই (োভের বহিঃপ্রকাশ নজর করতে বেশি সময় ব্যায় করতে হয় না।

১৫ই বৈশাখ আমাদের পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান-দিনের মাত্র কদিন আগে গ্রামটির উত্তরে অবস্থিত নদীখাতটি — ওঁদের কথায় — বিত্রি(হয়ে যায়। ওই জমিতেই কয়েকজন ভাগচাষী হিসেবে কাজ করতেন। ফলে তাদের শ্রমের (েত্রটি আরও সঙ্কুচিত হয়ে পরে এবং চুড়ান্ত আশঙ্কাটি এরকম। ওঁদের কথায় জমিটি টাটা কর্তৃপ(ই বেনামে দখল নেয়। ফলে ওঁদের বদ্ধমূল ধারণা হল ওঁদের বসতবাটি হিসেবে একচিলতে প্রান্তটুকু আজ বা কাল টাটারা যেন-তেন-প্রকারেণ দখল করে গোটা গ্রামটি উচ্ছেদের চেষ্টা চালাবে।

গ্রামের জনৈক মহিলা 'বিমলা খামা('র সৎকার সম্পর্কিত ঘটনা এখানে উল্লেখের দাবী রাখে। বিমলা খামা(রে শেষ ইচ্ছে ছিল

গ্রামের কাছের শ্মশানটিতে তাকে যেন দাহ করা হয়। তাই পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসীরা তার দেহ সৎকারের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ঘিরে ফেলা সংরক্ষিত এলাকায় শ্মশানটি অবস্থিত বলে তা মানতে রাজি হননি। অবশ্য কর্তৃপক্ষ দয়াপরবশ হয়ে বিমলা খামারুকে বৈদ্যবাটী শ্মশানে দাহ করবার জন্য অনুমতি ও দুই হাজার টাকার ব্যবস্থা করে দেন। এই ঘটনা গ্রামে প্রভূত প্রভাব ফেলেছে।

এককথায় গ্রামের প্রতিটি মানুষ বর্তমানে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে চূড়ান্ত আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। এইসাথে পরিবার পরিকল্পনা রহিত 'ঘর'গুলির শিশু, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদের অবস্থা প্রান্তিকতায় ঠেকেছে। এখই কিছু সংগঠিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না গেলে হুগলীর শস্যভাণ্ডার সিঙ্গুর অল্পদিনেই 'আমলাশোলের' পথে যাত্রা শুরু করবে ঠিক এই অঞ্চল থেকে।

<u>আমাদের দাবি ও সুপারিশ</u>

(ক) গ্রামের সমস্ত সক্ষম পূর্ণ বয়স্ক মানুষদের অবিলম্বে ন্যূনতম একশোদিন কাজের আওতাভুক্ত করতে হবে।

(খ) প্রতিটি পরিবারকেই বি. পি. এল তালিকা ভুক্ত করে আনুসঙ্গিক বন্দোবস্ত — যেমন অন্নপূর্ণা যোজনা / অন্ত্যদয় যোজনার আওতায় আনতে হবে।

(গ) বর্গা রেকর্ড ও ভাগচাষ সংক্রান্ত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পভিত্তিক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(ঘ) গ্রামের সংযোগ পথটি অবিলম্বে পাকা করতে হবে। উদ্যোগী মানুষের স্বেচ্ছা-উপার্জনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(ঙ) গ্রামের মধ্যেই অথবা খুব কাছাকাছি একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গঠন করা অত্যন্ত জরুরী। স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা ছাড়াও স্বাস্থ্য সচেতনতার সামগ্রীক বিষয়টি প্রচারের দাবী রাখে।

(চ) গ্রামের বাড়ীগুলিতে শৌচালয় ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত জরুরী। বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য 'লোকদীপ' প্রকল্প জাতীয় ব্যবস্থা সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাকা উচিত।

দোবাদী গ্রামের কথা ও তার দুঃসহ মর্মবেদনা মনুষ্য নামের যোগ্য সকলকে অবশ্যই আন্দোলিত করবে। তবে এই সার্বিক হতাশার চিত্রে একটা সোনালী রেখার সন্ধান দিয়েই আমাদের বক্তব্য শেষ করব।

শ্রী শ্যামাপদ পাত্রের নিজ হাতে বোনা ক্ষেত্রে (দশ কাঠা) আমরা যে হিসেব পেয়েছি সেটা এককথায় চমকপ্রদ। মূলতঃ স্ত্রীকে সহযোগী শ্রমিক নিয়ে উভয়ে মিলে যে ফসল তাঁরা সৃষ্টি করেন তাতে দেখা যায়, সব্জি চাষ করে প্রতি চার-পাঁচ মাসে তাঁরা ঐটুকু মাত্র জমি থেকে পাঁচরকম কাটরা ফসল তুলতে সিদ্ধহস্ত। শুধু তাই নয় ঐ চার-পাঁচ মাসে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে ওঁরা আয় করে থাকেন গড়পড়তা মাসিক চার হাজার টাকার মত (যৌথভাবে)। যা শহুরে শ্রমিকদের গড়পড়তা আয়ের থেকে অনেক আরামের, স্বাধীন বৃত্তির ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাকারী উপাদান বলে স্বীকৃত।

এই আণবিক তথ্যটি যাতে চিরতরে মুছে ফেলা যায় সেটাই কি সামগ্রিক ভাবে রাজনৈতিক লক্ষ্য বর্তমান সামাজিক নিয়ন্তাদের??

১ জুন ২০০৭

তথ্যানুসন্ধানকারীদের পক্ষে—

(অশোক দেবরায়)

সম্পাদক, জেলা এ পি ডি আর